(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

চাক্তাই খালের সংকীর্ণ প্রবেশ মুখ দেখে

মন্ত্রী তাজুল ইসলামের ক্ষোভ

চট্টগ্রাম-২৫ জুন'২০২১খ্রিঃ

স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এমপি আজ শনিবার বিকেলে নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসণে বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পের চাক্তাইখালের পুরোন ব্রীজ ও খালের মুখের স্যুইচ গেইট অংশবিশেষ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি খালের মুখের প্রশস্ততার সংকীর্ণতা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই প্রশস্ততা যতটুকু বড় হওয়া উচিত তা হয়নি। এতে জলাবদ্ধাতা নিরসনে মেগা প্রকল্পের কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা আছে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে খালের মুখের প্রশস্ততা বাড়াতে হবে। তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে-কোন মেগা প্রকল্প বাস্তাবয়নে উপকার ভোগীদের সাময়িক ভোগান্তি হবেই। বড় কিছু প্রাপ্তির আশায় সাময়িক দুর্ভোগ মেনে নিতে হয় এবং এটাই বাস্তবতা। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রকল্পের গুণগত মান রক্ষা করা এবং এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের বড় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। সাংবাদিদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, কোন ভরাট খাল পুনরুদ্ধার বা নতুন কোন খাল খনন করার প্রয়োজন হলে সক্ষমতা সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশন করতে পারে।

এই সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম.এ সালাম, ওয়াসার এমডি এ.কে এম ফজলুল্লাহ, জলাবদ্ধতা প্রকল্পের পরিচালক লে. কর্নেল শাহ্ আলী, চসিক পানি ও বিদ্যুৎ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি মো. মোরশেদ আলম, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, পুলক খাস্তগীর, চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাব্বির ইকবাল, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)

৩০ বছর পর মেয়রের নির্দেশে

দঃ হালিশরের বড় নালা অবৈধ দখল মুক্ত হলো

চট্টগ্রাম-২৫ জুন'২০২১খ্রিঃ

নগরীর ৩৯নং দক্ষিণ হালিহর ওয়ার্ডে সিমেন্ট ক্রসিং হাসপাতাল গেইটস্থ জেলে পাড়ায় বড় নালার উপর দেড় কিলোমিটার অংশ জুড়ে থাকা শতাধিক অবৈধ স্থাপনা সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর নির্দেশে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর জিয়াউল হক সুমনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের একটি দল গত দু'দিন ধারে অভিযান চালিয়ে সম্পূর্ণ নালাটি দখল মুক্ত করেন।

কাউন্সিলর জিয়াউল হক সুমন জানান, ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শুরু হলে নালাটির উপর অবৈধ স্থাপনা থাকায় পানি চলাচল রুদ্ধ হয়ে বর্ষায় বিরাট এলাকা জুড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং জনদুর্ভোগ বাড়ে। এই সমস্যার আশু সমাধানে মেয়রের নির্দেশে নালাটির উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হলেও ভরাট মাটি উত্তোলন ও আবর্জনা পরিষ্কার করে পানি চলাচল উপযোগী করতে আরো দশ দিন সময় লাগতে পারে। তিনি আরো জানান, এই বড় নালাটির পানি মাইট্যাল্লা খালে গিয়ে পড়ে এবং নৌ-বাহিনী আবাসিক এলাকা ও সিইপিজেডের পানিও বিভিন্ন নালা হয়ে এই খালে গিয়ে পড়ে। কিন্তু খালটি ভরাট হয়ে আছে। এই খালটিকে ভরাটমুক্ত করার দায়িত্ব সিডিএ'র হলেও তাদের কার্যক্রমের তালিকায় এই খালটি কেন নেই-তা বোধগম্য নয়। তবে আমরা সিডিএ কে মাইট্যাল্লা খাল ভরাট মুক্ত করতে তাগিদ দিয়ে আসছি।

এ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন ইপিজেড থানা আওয়ামী লীগের আহবায়ক হাজী হারুন উর রশিদ, যুগ্ম আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুলতান নাসির উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন কবি, আওয়ামী লীগ নেতা মো. আক্কাস উদ্দিন, আবদুর রউফ, মো. ইলিয়াছ, মো. হারুন, চন্দ্র আশিষ, থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, নগর ছাত্রলীগের লোকামন, সাহাবুদ্দিন, ইকবাল হোসেন নয়ন, জেবায়ের খলিল দিপু, ইয়াছিন প্রমুখ।

সংবাদদাতা
স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩